সংবাদ

তারিখ ৮/৮/৮৭
পৃষ্ঠা … কলাম …

৩০২

833

পটিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের করুণ অবস্থা

পটিয়া, ৬ই আগষ্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।--পটিয়া মহকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করছে।

এই মহকুমায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৮শ। এগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের চাল আছে তো বেড়া নেই, দেয়াল আছে তো দরজা জানালা নেই। কোনটির অস্তিত্বও নেই। ঝড়ে চাল উড়ে যায়, বেড়া ভাঙ্গে, রোদ-বৃষ্টিতে দরজা-জানালা নষ্ট হয়ে যায়। এ রকম অবস্থায় ৬টি থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কোন রকমে লেখাপড়া চলছে। শতকরা ৯০টি বিদ্যালয়ে চেয়ার, টুল, টেবিল, হাই বেঞ্চ, ব্ল্যাক বোর্ড সহ অন্যান্য শিক্ষোপকরণের অভাব রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়নের জন্যে বরাদ্দকৃত টাকা অজ্ঞাত কারণে প্রকৃত দাবীদার বিদ্যালয়ে পৌঁছে না। প্রত্যেক থানায় একজন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক রয়েছেন। কিন্তু তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নাম মাত্র হাজিরা দিয়ে চলে যান বলে অভিযোগ ওঠেছে।

পাটগ্রাম

পাটগ্রাম থেকে সংবাদদাতা জানান, নানা অব্যবস্থার দরুন রংপুর জেলার সীমান্ত এলাকা পাটগ্রাম, হাতীবান্ধা ও কালীগঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হচ্ছে। প্রায় বিদ্যালয়েরই অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের ক্লাস করতে হচ্ছে।

এক তথ্যে প্রকাশ, তিন থানায় বর্তমানে ২১৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এছাড়াও রয়েছে প্রায় ৩০টি বেসরকারী বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ ভবনের স্বাধীনতার পর জীর্ণাবস্থা হয়ে উঠলেও এখনো এগুলোর সঠিক মেরামতের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলানেরও তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বর্তমানে অসংখ্য বিদ্যালয়ের দরজা-জানালা ভাংগা ছাত চুইয়ে পানি পড়ছে। আবার এমন অনেক বিদ্যালয় ভবন আছে যার ছাদ আছে তো বেড়া নেই, আবার বেড়া আছে তো চালা নেই। ফলে ক্লাস করতে হবে রোদে পোড়া আর বৃষ্টিতে ভেজা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের গত্যন্তর নেই। কোন কোন বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদিরও সংকট প্রকট। বসার সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাবে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।